ভিশন ও মিশন

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে তুলে ধরতে,ভিশন ২০২১, এস ডি জি(SDG) অর্জন এবং ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্য পূরনে বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষন এবং অতঃপর ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণেবার্ষিক উন্নয়ন মেলা উদ্‌যাপন সরকারের একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (DLS) এর গৃহীত এবারের মেলার স্লোগান- "ডিম,মাংস,খাটি দুধ-জাতীয় মেধা মজবুত"কে সামনে রেখে প্রাণিসম্পদ সেবার মান উন্নতর মাত্রা ও যুগপোযোগি করা,সেবা গ্রহীতার সাথে আরো নিবিড় সমন্বয় সাধন,প্রাণিসম্পদ খাতের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখা,পুষ্টি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মেকাবেলার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য অর্জনে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ।

গবাদি পশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ,রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা,ডিজিজ সার্ভিলেন্স , ই-প্রাণিসম্পদ সেবা ,আই সি টি উন্নয়ন , উদ্ভাবনী কার্যক্রম, প্রাণিসম্পদ সহায়ক মোবাইল অ্যাপস, ২৪ ঘন্টা সেবা সংক্রান্ড় SMS সার্ভিস এবং সফটওয়ার ভিত্তিক রিপোর্টিং চালুর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিভাগ সরকারের লক্ষ্য পূরনের অন্যতম অংশিদার । লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ফিজার ও লন্ডন কোর্ট অব ডিরেক্টরের উদ্যোগে ১৭৯৫ সালে বৃটিস সামরিক অশ্বারোহী বাহিনীতে ঘোড়া সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভারতে ঘোড়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে । প্রাণিসম্পদ বিভাগের বিজ্ঞান ভিত্তিক সেবা শুর" হয়। পরবর্তীকালে ১৮৯৩ সালে কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এ ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট যাত্রা শুর" করে । পাক-ভারত স্বাধীনতার পূর্বে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন কৃষি বিভাগের সাথে পরিচালিত হলেও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর অত্র বিভাগের সদর দপ্তর কুমিল- া জেলা শহরের ক্ষেত্রি বিল্ডিং এ স্থাপন করা হয় । পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে তৎকালিন পূর্বপাকিস্ড়ানে বেসামরিক পশুচিকিৎসা বিভাগকে পুর্নগঠন করা হয় । ১৯৬০ সালে এ বিভাগ কে ঢাকার নিমতলীস্থ সাইন্স ভিলা,তে স্থান্ড়রিত করা হয় । যার নামকরন করা হয় **Directorate of Livestock Services** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে উক্ত দপ্তরের সদর অফিস টি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় এবং পরবর্তীতে কাজী আলাউদ্দিন রোড স্থানান্ড়রিত করা হয় । ১৯৮৪ সালে ফার্মগেট অবস্থিত কৃষিখামার সড়কের নব নির্মিত ভবনে স্থানান্ড়রিত করা হয় । কালের পরিক্রমায় ২০১১ সালে পশুসম্পদ অধিদপ্তর "প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর "নামে যাত্রা শুর" করে । দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ গঠন,স্বাস্থ্যবান নাগরিক ,দক্ষ মানব উন্নয়ন,
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ,পরিবেশবান্ধব ও বৈষম্যহীন কাজের ক্ষেত্র উম্মোচন রেখে সরকারের "ভিশন ২০২১" এর লক্ষ্যপূরণে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রাণিজাত পুষ্টি উপাদান দুধ,মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষত দুধ উৎপাদন স্বনির্ভর হওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে দুগ্ধ খামারীদের মধ্যে ৫% হারে সুদে ২০০(দুইশত) কোটি টাকার ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে । দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজননের দার"ন সফলতায় ১.৫০-২.০০ লিটারের দুধের দেশী গাভী থেকে ৪০-৪৫ লিটার পর্যন্ড় দুধের গাভী পাওয়া যাচ্ছে । আপনারা সবাই হয়ত অবগত আছেন গত ২-৩ বছর যাবৎ ইন্ডিয়ান গর" আসা বন্ধ হলেও উচ্চউৎপাদনশীল জাতের (ব্রাহমা)গরুর কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কোরবানির পশুর শতকরা চাহিদা দেশীয় উৎপাদন হতেই পুরণ করা সম্ভব হয়েছে । এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রনের ফলে পোল্ট্রি শিল্প এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থাপন খাত,যেখানে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ সরাসরি কর্মরত যাদের অক্লান্ড় পরিশ্রমে বড় বড় পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিজ গঠিত হয়েছে । যার মাধ্যমে ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ হচ্ছে ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ এবং জনসাধারণের সমন্বিত চেষ্টায় সিরাজগঞ্জ এলাকার প্রকাশিত মারাত্বক জুনোটিক রোগ তড়কা (Anthrax) নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে । যার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয় সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য ধন্যবাদ পত্র পাঠিয়েছেন । সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে মাংস রপ্তানি প্রক্রিয়াধীন আছে যা আমাদের অর্থনীতিতে বিপুল সমৃদ্ধ বয়ে আনবে । দেশ প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাণিজাত উপকরণসহ চামড়া ও চামড়ারজাত পন্য রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে যদিও দুর্ভাগ্যবশত এ অর্থ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যোগ হচ্ছে ।

২০৩০ সালের মধ্যে এস ডি জি(SDG) এর লক্ষ্য পুরনে বিশেষকরে SDG এর ১৭ টি Goal এর মধ্যে No.01 দারিদ্রমুক্ত (দেশের ২০% লোক সরাসরি এবং ৫০% লোক আংশিকভাবে প্রাণিসম্পদ বিভাগের উপর নির্ভরশীল) No.02 ক্ষুদামুক্ত (দুধ,মাংস ও ডিমের যোগানের মাধ্যমে) No.03 সুস্বাস্থ্য রক্ষা (নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ যোগান) No.05 &10 নারীর ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দূরীকরণ(নারী -পুর"ষ এ পেসায় সমভাবে নিয়োজিত), No.08 অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (মোট GDP এর ১.৬০% যার পরিমাণ ৩৫.৫৭৬ কোটি টাকা যা কৃষির GDP এর ১৪.৩১%, প্রাণিসম্পদ এর প্রবৃদ্ধি হার ৩.৩২%), No.09 শিল্পায়ন (Livestock & Poultry ইন্ড্রাষ্ট্রিজ) No.12 & 17 অংশিদারিত্ব (ওতপ্রোতভাবে উন্নয়নমূলক কাজের অংশিদারিত্ব) লক্ষ্য অর্জনের প্রাণিসম্পদ বিভাগ অগ্রনি ভূমিকা পালন করছে ।

এছাড়াও সরকারের ভিশন -২০৪১ স্বপ্ন পূরনে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যেখানে কৃষি ও মৎস্য ক্ষেত্রের দিন দিন জমির পরিমাণ কমছে সেখানে বহুতলীয় বিল্ডিং নির্মান করে Livestock & Poultry সেকটরকে উন্নত করে নিরাপদ প্রাণি ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন করে মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের অন্যতম ভরসাস্থল প্রাণিসম্পদ বিভাগ । তার জন্য সার্ভিস রেগুলেশন জোরদার করণ এবং পশু-পাখি বিষয়ক আইন ও নীতিমালা সমূহ (পশুখাদ্য আইন-২০১০,পশুজবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১,প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা-২০০৭, পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮,জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা-২০০৮,পশুখাদ্য বিধিমালা-২০১৩,হ্যাচারী আইন ও কৃত্রিম প্রজনন আইন) প্রয়োগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্ড়ঃ বিভাগ সমন্বিত কার্যক্রমে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ।